চারটি পদে এক আধিকারিক

কোচবিহারে মুখ থুবড়ে শিক্ষাব্যবস্থা

গৌরহরি দাস ● কোচবিহার

২৯ অক্টোবর : কর্মী-আধিকারিকের অভাবে কোচবিহার জেলায় কার্যত মুখ থুবড়ে পড়েছে শিক্ষা ব্যবস্থা। জেলার শিক্ষা ব্যবস্থাকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক দপ্তর ও মহকুমাগুলিতে সহকারী বিদ্যালয় পরিদর্শকের দপ্তর রয়েছে। অথচ ওই দপ্তরগুলিতে কর্মী-আধিকারিকের সংখ্যা একেবারে তলানিতে এসে ঠেকেছে। সবমিলিয়ে মোট কর্মী-আধিকারিকের এক-তৃতীয়াংশও নেই। এতে কাজ করতে সমস্যায় পড়তে হচ্ছে আধিকারিকদের। প্রাথমিক ও মাধ্যমিক দুই দপ্তরেরই একই অবস্থা। অভিযোগ, বিষয়গুলি নিয়ে রাজ্য শিক্ষা দপ্তরের কোনও হেলদোল নেই। পরিস্থিতি এতটাই ভয়াবহ হয়ে উঠেছে যে, আধিকারিকের অভাবে জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শককে (প্রাথমিক) তাঁর নিজের দায়িত্বের পাশাপাশি মাধ্যমিকের ডিআইয়ের দায়িত্বভার, জেলা প্রাথমিক বিদ্যালয় সংসদের চেয়ারম্যান ও সংশ্লিষ্ট দপ্তরের সম্পাদকের দায়িত্বও সামলাতে হচ্ছে। একসঙ্গে এতগুলি দায়িত্ব সামলাতে গিয়ে বিপাকে পড়ছেন তিনি।

জেলা শিক্ষা দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, কোচবিহার জেলা প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থায় ডিআই অফিসে ডিআই, এআই ও এএসআই একজন করে থাকলেও জুনিয়ার ক্লার্কের তিনটি পদে একজনও নেই। আপার ডিভিশন ক্লার্কের (ইউডিসি) তিনজনের মধ্যে রয়েছেন একজন। গ্রুপ-ডি'র তিনজনের মধ্যেও রয়েছেন মাত্র একজন।

এছাড়া জেলায় প্রাথমিকের ২৬টি সার্কেল অফিস রয়েছে। সেই অফিসগুলির অবস্থা একেবারে তথৈবচ। সেখানে ইউডিসি পাঁচজনের মধ্যে চারজন থাকলেও এলডিসি ২১টি পদের মধ্যে রয়েছেন মাত্র চারজন। গ্রুপ-ডি ২৬ জনের মধ্যে রয়েছেন মাত্র ৭ জন। জেলায় প্রাথমিকের মতো একইরকম ভয়াবহ অবস্থা মাধ্যমিকেও। জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, বর্তমানে দপ্তরে স্থায়ী বিদ্যালয় পরিদর্শক নেই। প্রাথমিকের ডিআই দায়িত্বভার সামলাচ্ছেন। জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক (মাধ্যমিক) দপ্তরে সহকারী বিদ্যালয় পরিদর্শকের পদ রয়েছে সাতটি।

অথচ সেখানে সাতজনের মধ্যে রয়েছেন মাত্র ২ জন। অবর বিদ্যালয় পরিদর্শকের ২টি পদ থাকলেও তাতে একজনও নেই। দপ্তরে গ্রুপ-ডি রয়েছেন ৪ জন, এলডি ৩ জন ও ইউডি রয়েছেন ৫ জন। এছাড়া মাধ্যমিকের জন্য প্রতিটি মহকুমায় একটি করে সহকারী বিদ্যালয় পরিদর্শকের দপ্তর রয়েছে।

প্রতিটি দপ্তরে একজন সহকারী বিদ্যালয় পরিদর্শক (এআই), তিনজন অবর বিদ্যালয় পরিদর্শক (এসআই), এলডি, ইউডি মিলে তিনজন ক্লার্ক ও দুজন করে গ্রুপ-ডি অর্থাৎ মোট নয়টি পদ রয়েছে। অথচ সেখানে চারটি মহকুমায় চারজন এআই থাকলেও তুফানগঞ্জ মহকুমায় কোনও এআই নেই। পাঁচটি মহকুমায় তিনজন করে মোট ১৫ জন এসআই থাকার কথা থাকলেও তার মধ্যে শুধুমাত্র দিনহাটা ও মাথাভাঙ্গায় একজন করে মোট দুজন এসআই রয়েছেন। বাকি ১৩ জন নেই। গ্রুপ-ডি দুজন করে মোট দশজনের মধ্যে শুধুমাত্র তুফানগঞ্জ ও কোচবিহার সদরে একজন করে রয়েছেন। দিনহাটা, মেখলিগঞ্জ ও মাথাভাঙ্গা মহকুমায় কোনও গ্রুপ-ডি নেই। ক্লার্ক প্রতিটি মহকুমায় তিনজন করে থাকার কথা থাকলেও কোচবিহার সদরে দুজন ও বাকি চারটি মহকুমায় মাত্র একজন করে রয়েছেন। অর্থাৎ ১৫ জনের মধ্যে রয়েছেন মাত্র ছয়জন।

কর্মী-আধিকারিকের অভাবে পরিস্থিতি এতটাই ভয়াবহ হয়ে উঠেছে যে, প্রাথমিকের ডিআই কানাইলাল দে-কে প্রাথমিক ছাড়াও মাধ্যমিকের ডিআই ও জেলা প্রাথমিক বিদ্যালয় সংসদের চেয়ারম্যান এবং সম্পাদকের পদ সামলাতে হচ্ছে।

কানাইলাল দে বলেন, 'এতগুলি পদ কীভাবে সামলাব বুঝে উঠতে পারছি না। এমনিতেই কর্মীসংখ্যা একেবারে কম তার ওপর এতগুলি দায়িত্বভার। খুবই সমস্যা হচ্ছে।'

সমস্যা যেখানে

- ■ জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শককে (প্রাথমিক) নিজের দায়িত্বের পাশাপাশি আরও তিনটি দায়িত্ব সামলাতে হচ্ছে
- ■ সব মিলিয়ে মোট কর্মী আধিকারিকের এক তৃতীয়াংশ নেই
- ■ প্রাথমিক ও মাধ্যমিক দুই দপ্তরেই একই অবস্থা
- ■ একসঙ্গে এতগুলো দায়িত্ব সামলে সমস্যায় ওই আধিকারিক

রাস্তা পাকা করার দাবি উপেক্ষিত

কামাখ্যাগুড়ি, ২৯ অক্টোবর : আলিপুরদুয়ার-২ ব্লকের মহাকালগুড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রায় আড়াই কিলোমিটার রাস্তার দীর্ঘদিন ধরে বেহাল দশা। রাস্তাটি এলাকাবাসীর কাছে যাতায়াতের নিরিখে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাই মহাকালগুড়ির বড় চৌকিরবসের গির্জার পাশের র‍্যাশন দোকান থেকে বাকলা বাঁধ পর্যন্ত এই রাস্তাটি দীর্ঘদিন ধরেই পাকা বা সিসি রোড করার দাবি রয়েছে বাসিন্দাদের। কিন্তু প্রশাসন কর্ণপাত করেনি বলেই অভিযোগ তাঁদের। সম্প্রতি গ্রামীণ এই রাস্তাটি গ্রাভেল রোড করার পরিকল্পনা রয়েছে বলে স্থানীয় সূত্রে খবর। কিন্তু বাসিন্দারা রাস্তাটি পাকা করার দাবি তুলেছেন। সম্প্রতি রাজ্যজুড়ে প্রায় ১২ হাজার কিলোমিটার রাস্তা নির্মাণ এবং রক্ষণাবেক্ষণের জন্য মুখ্যমন্ত্রী পথশ্রী অভিযানের সূচনা করেছেন। আলিপুরদুয়ার-২ ব্লকে এই প্রকল্পের আওতায় মোট ১৮টি রাস্তা তৈরি হবে বলে জানা গিয়েছে। তবে দক্ষিণ মহাকালগুড়ি, বড় চৌকিরবস, বাকলা স্কুলডাঙ্গার বিস্তীর্ণ এলাকার কয়েক হাজার বাসিন্দা তাঁদের রাস্তাটিও পথশ্রী অভিযানের আওতায় হয়তো তৈরি হবে বলে আশায় বুক বেঁধেছিলেন। কিন্তু সেটাও না হওয়ায় কার্যত এলাকার বাসিন্দারা হতাশ।

মহাকালগুড়ি মিশন হাই ও গার্লস স্কুলে যাতায়াতের জন্য এলাকার ছাত্রছাত্রীরা এই রাস্তাই ব্যবহার করে। আবার বড় চৌকিরবস, ছোট চৌকিরবস, ছিপড়া এলাকার বাসিন্দাদের এই পথে গ্রাম পঞ্চায়েত কার্যালয়ে যাতায়াত অনেক সহজসাধ্য ও কম সময় লাগে। স্থানীয় বাসিন্দা স্বাধীন রায় বলেন, '২৫ বছর ধরে শুনছি রাস্তা পাকা হবে। সব দলই আশ্বাস দেয়। বেশ কয়েকবার শুনলাম বালি-পাথর ফেলা হবে। কিন্তু কোনওরকম ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। আমাদের দাবি কবে পূরণ হবে জানি না।' এলাকার কৃষক অনিল রায় বলেন, 'বৃষ্টি হলে রাস্তাটি জলকাদায় ভরে যায়। চলাচল করাই কষ্টকর হয়ে পড়ে। কৃষিজপণ্য বাজারে পাঠানোর জন্য কোনও গাড়ি এই পথে আসতে চায় না। রাস্তাটি পাকা হলে মহাকালগুড়ির বিস্তীর্ণ এলাকার প্রায় ৩ হাজার বাসিন্দা উপকৃত হবেন।' এলাকার যুবক অম্লান দাস বলেন, 'পথশ্রী অভিযানের আওতায় এই রাস্তাটি তৈরি হলে বাসিন্দাদের যাতায়াতের সমস্যা মিটত।' মহাকালগুড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান অঞ্জলি বিশ্বাস (সরকার) বলেন, 'আমরা রাস্তাটির প্রয়োজনীয়তা এবং গুরুত্ব সম্পর্কে ওয়াকিবহাল। ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে রাস্তার বিষয়ে জানানো হয়েছে।' এলাকার জেলা পরিষদ সদস্য তথা আলিপুরদুয়ার জেলা পরিষদের বিদ্যুৎ কর্মাধ্যক্ষ দেবজিৎ সরকার বলেন, 'রাস্তার বিষয়টি আমাদের চিন্তায় রয়েছে। দ্রুত রাস্তাটি যাতে পাকা করার ব্যবস্থা করা যায় সেই বিষয়ে উদ্যোগী হব।'

এভাবেই জল ভেঙে শ্মশানে যাতায়াত করতে হয়। – সংবাদচিত্র

হাঁটুজল ভেঙে শ্মশানে যাতায়াত

বিশ্বজিৎ সাহা ● মাথাভাঙ্গা

২৯ অক্টোবর : ৩ বছর আগে গ্রাম পঞ্চায়েতের তরফে শ্মশানঘাট তৈরি করা হলেও মূল রাস্তা থেকে সেখানে মৃতদেহ নিয়ে যাওয়ার জন্য কোনও সংযোগকারী রাস্তা নেই। ফলে সমস্যায় পড়তে হচ্ছে মৃতের পরিবারের সদস্যদের। তাই শীতলকুচি ব্লকের খলিসামারি গ্রাম পঞ্চায়েতের খাসবস খলিসামারি শ্মশানে যাওয়ার রাস্তা তৈরির দাবি তুলেছেন গ্রামবাসী।

খলিসামারি গ্রাম পঞ্চায়েতের খাসবস খলিসামারি এবং সোনার চালুন গ্রামের মাঝে অবস্থিত শ্মশানঘাটের সংযোগকারী রাস্তা তৈরি না হওয়ায় গ্রাম পঞ্চায়েত কর্তৃপক্ষের ওপর ক্ষুব্ধ এলাকাবাসী। স্থানীয় বাসিন্দা সুভাষ বর্মন বলেন, 'সংযোগকারী রাস্তার ব্যবস্থা না করে শ্মশানঘাট তৈরি করায় সমস্যা হচ্ছে।' আরেক বাসিন্দা জগদীশ বর্মনের অভিযোগ, বছরের অন্য সময়ে শ্মশানঘাট পর্যন্ত দেহ নিয়ে যেতে সেরকম সমস্যা না হলেও বর্ষাকালে হাঁটুসমান জল পেরিয়ে দেহ কাঁধে করে শ্মশানঘাট পর্যন্ত নিয়ে যেতে সমস্যায় পড়তে হয়। শ্যামল বর্মন ও স্বপনজিৎ বর্মন প্রমুখ জানান, বর্ষাকালে শ্মশানঘাটের দাহ করার স্থানটিও জলে ডুবে যায়। তাঁদের দাবি, অবিলম্বে সংযোগকারী রাস্তা তৈরির পাশাপাশি দাহ করার স্থানটিরও উচ্চতা বাড়ানো হোক। খাসবস খলিসামারি শ্মশানের সংযোগকারী রাস্তার সমস্যার কথা স্বীকার করেছেন খলিসামারি গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান কৃষ্ণা বর্মন। তিনি বলেন, 'ওই স্থানে দীর্ঘদিন আগে থেকে মৃতদেহ দাহ করা হয়। ২০১৭-২০১৮ আর্থিক বর্ষে চতুর্দশ অর্থ কমিশনের বরাদ্দে শ্মশানঘাটটি তৈরি হয়েছিল।' তিনি আরও জানান, শ্মশানঘাটটি তৈরির পর সংযোগকারী রাস্তা তৈরির জন্য প্রথমে জমি দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিলেও পরবর্তীকালে কয়েকজন বেঁকে বসায় সমস্যা হচ্ছে। ১০০ দিনের কাজে মাটির রাস্তা তৈরি করার ক্ষেত্রেও তাঁরা বাধা দিয়েছেন বলে অভিযোগ। তবে তিনি জানিয়েছেন, গ্রাম পঞ্চায়েতের বার্ষিক পরিকল্পনায় সংযোগকারী কংক্রিটের রাস্তাটি ধরা আছে। তিনি বলেন, 'খুব শীঘ্রই যাঁদের জমির ওপর দিয়ে রাস্তাটি যাবে, তাঁদের সঙ্গে আলোচনা করে সমস্যা মিটিয়ে ফেলা হবে।'

দাহকার্যে দুর্ভোগ

- ■ ৩ বছর আগে শ্মশানঘাট নির্মাণ
- ■ সংযোগকারী রাস্তা তৈরি হয়নি
- ■ হাঁটুজল ভেঙে শ্মশানে দেহ নিয়ে যেতে হয়
- ■ দাহ করার জায়গাটি বর্ষায় জলমগ্ন হয়

কোহিনূর চা বাগানে সমস্যা মিটছে না

শামুকতলা, ২৯ অক্টোবর : মালিকপক্ষ বাগানের দায়িত্ব নেওয়ার পরেও সমস্যা থেকে রেহাই মিলছে না কোহিনূর চা বাগানে। বাগানের চা বিপণন আটকে রয়েছে। বাগানের বর্তমান মালিক সাগরমল আগরওয়াল বৃহস্পতিবার সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে ওই অভিযোগ করেছেন। তিনি বলেন, 'দু'বছর আগে ঝাড়খণ্ডের একটি এজেন্সি পাঁচ বছরের জন্য লিজ নিয়েছিল। কিন্তু দুই বছরের মধ্যে সমস্ত চুক্তিভঙ্গ করেছে ওই এজেন্সি। তাই ওই এজেন্সিকে সরিয়ে আমরা বাগান চালাচ্ছি। শ্রমিকরা খুশি। অথচ ওই এজেন্সি আমাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ এনে চায়ের ক্রেতাদের মামলার হুমকি দিচ্ছে। এর ফলে চা বিক্রি করতে আমরা বাধা পাচ্ছি। আমরা গোটা বিষয়টি প্রশাসনকে জানিয়েছি।' ওই এজেন্সির পক্ষে কেশব সিনহা অবশ্য অভিযোগ অস্বীকার করে বলেন, 'আমার সমস্ত পাওনা মিটিয়ে দিয়েছি। চুক্তি অমান্য করা হয়নি। অনৈতিকভাবে বাগান দখল করা হয়েছে। বিষয়টি প্রশাসনে জানানো হয়েছে।'

বাগান সূত্রে জানা গিয়েছে, আগের এজেন্সি নির্দিষ্ট চুক্তির ভিত্তিতে বাগানের দায়িত্ব নেয়। কিন্তু সেই চুক্তি অমান্য করেছে। শ্রমিকদের ন্যায্য পাওনা এমনকি ১৩ মাসের পিএফের টাকা কেটে নেওয়ার পরও জমা দেয়নি। আগের এজেন্সির বিরুদ্ধে ক্ষোভে ফেটে পড়েন শ্রমিকরা। তাঁদের অভিযোগ,

চা বিপণন আটকে

এজেন্সির মালিক তাদের পাওনাগন্ডা না মিটিয়ে পালিয়ে গিয়েছে। বোনাস দেয়নি, পিএফের টাকা কেটে নেওয়ার পরও জমা দেয়নি।

সিটু ও তৃণমূল শ্রমিক ইউনিয়নের নেতারাও জানিয়েছেন, আগের এজেন্সিকে তাঁরা চান না। এ ব্যাপারে আগের এজেন্সির বিরুদ্ধে শামুকতলা থানায় আর্থিক তছরুপের অভিযোগ এনে লিখিত অভিযোগ জানিয়েছেন শ্রমিকরা।

রাস্তা ধসে মরণফাঁদ

ফেশ্যাবাড়ি, ২৯ অক্টোবর : বৃষ্টিতে পাকা রাস্তা ধসে যাওয়ায় মরণফাঁদের সৃষ্টি হয়েছে। ঝুঁকি নিয়ে চলাচল করছে মানুষ ও যানবাহন। যে কোনও মুহূর্তে দুর্ঘটনার আশঙ্কা করছেন মাথাভাঙ্গা-২ ব্লকের প্রেমেরডাঙ্গা গ্রাম পঞ্চায়েতের ফেশ্যাবাড়ি এলাকার বাসিন্দারা। স্থানীয়দের অভিযোগ, এ ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ উদাসীন। বার বার জানিয়েও কোনো কাজ হয়নি। অবশ্য স্থানীয় প্রশাসনের তরফে ব্যবস্থা গ্রহণের আশ্বাস মিলেছে। উল্লেখ্য, ফেশ্যাবাড়ি বাজার সংলগ্ন এলাকার রাস্তায় ধস নেমেছে। বিষয়টি নিয়ে স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য গোলাপি অধিকারী বলেন, 'শীঘ্রই রাস্তার ভাঙন এলাকায় বাঁশের পাইলিং দিয়ে মেরামত করা হবে।' এ ব্যাপারে প্রেমেরডাঙ্গা গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান কল্পনা বর্মনের প্রতিক্রিয়া মেলেনি।

লটারিতে কোটি টাকা পেলেন অটোচালক

কালচিনি, ২৯ অক্টোবর : স্ত্রী চা বাগানের শ্রমিক। স্বামী অটোচালক। লটারিতে প্রথম পুরস্কার পেয়ে রাতারাতি কোটিপতির তালিকায় নাম নথিভুক্ত হল কালচিনির সেন্ট্রাল ডুয়ার্স চা বাগানের রাঙ্গামাটি ডিভিশনের বাসিন্দা অটোচালক সুবীর লামার। বুধবার দেড়শো টাকা দিয়ে কয়েকটি লটারির টিকিট কেনেন সুবীর। রাতে তাঁর কাছে খবর আসে তাঁর কেনা টিকিটে প্রথম পুরস্কার উঠেছে। পুরস্কার বাবদ এক কোটি টাকার মালিক তিনি হয়েছেন। প্রথমটায় নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারছিলেন না তিনি। নিজেই নিজের শরীরে চিমটি কেটে পরখ করে নেন তিনি জেগে আছেন কি না। পরে নিজেই টিকিটের নম্বর মিলিয়ে দেখেন সত্যিই তিনি কোটি টাকার পুরস্কার পেয়েছেন। খবর চাউর হতে বেশি সময় লাগেনি। পাড়ার ছেলে কোটিপতি হয়েছেন শুনে অনেকেই লামা দম্পতিকে শুভেচ্ছা জানাতে তাঁদের বাড়ি পৌঁছে যান।

অন্যদিকে, পুরস্কারের টাকা সুরক্ষিত রাখতে বিলম্ব না করে সুবীর কালচিনি থানায় গিয়ে টিকিট সুরক্ষার আবেদন করেন। সুবীর বলেন, স্ত্রী বাগানে শ্রমিকের কাজ করেন। একার রোজগারে সংসার চলে না। তাই তিনি অটো চালিয়ে কিছুটা রোজগার করেন। শখের বশবর্তী হয়ে তিনি মাঝেমধ্যে লটারির টিকিট কিনতেন। কিন্তু কোনওদিন তিনি ভাবতে পারেননি এক লক্ষ, দু'লক্ষ নয়, একেবারে কোটি টাকার পুরস্কার পাবেন। তবে পুরস্কারের টাকা বাজে খরচ না করে স্ত্রী ও সন্তানদের ভবিষ্যৎ সুরক্ষিত করতে চান বলে জানিয়েছেন চা বাগানের নতুন কোটিপতি সুবীর লামা।

ক্যাম্প পরিদর্শনে পুলিশ সুপার

দিনহাটা, ২৯ অক্টোবর : বৃহস্পতিবার কোচবিহারের পুলিশ সুপার সানা আক্তার দিনহাটা থানার গোসানিমারি পুলিশ ক্যাম্প পরিদর্শন করেছেন। এদিনের এই সফরে তাঁর সঙ্গে ছিলেন দিনহাটা থানার আইসি সঞ্জয় দত্ত।

এদিন দুপুর নাগাদ জেলা পুলিশ সুপার গোসানিমারি পৌঁছোন। গোসানিমারি পুরোনো ব্লক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের কাছে দিনহাটা থেকে সিতাইগামী প্রধান রাস্তার ধারে পুলিশ ক্যাম্পটি রয়েছে। বহু বছর ধরে গোসানিমারি এলাকায় এই ক্যাম্পটি থেকে পুলিশের কাজকর্ম পরিচালনা করা হচ্ছে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, এই ক্যাম্পটির পরিসর অল্প হওয়ায় বেশি পুলিশকর্মীকে সেখানে রাখার ক্ষেত্রে সমস্যা হয়। বেশ কিছুদিন ধরে স্থানীয় একটি প্রাইমারি স্কুলে কয়েকজন পুলিশকর্মীকে রাখার ব্যবস্থা করা হয়েছে। জেলা পুলিশ সুপার সানা আক্তার জানান, গোসানিমারি অস্থায়ী পুলিশ ক্যাম্পের পরিকাঠামোগত দিক এদিন খতিয়ে দেখা হয়েছে।

কংগ্রেসের কর্মসূচি

তুফানগঞ্জ, ২৯ অক্টোবর : বৃহস্পতিবার কংগ্রেসের তুফানগঞ্জ শহরের সিনেমাহল রোডের দলীয় কার্যালয়ে সাংবাদিক সম্মেলনে জেলা কংগ্রেসের সহ সভাপতি কার্তিকচন্দ্র প্রামাণিক বলেন, 'কৃষি আইন বাতিল করার দাবিতে কংগ্রেস গণস্বাক্ষর সংগ্রহ অভিযানে নামবে। আগামী ৩১ নভেম্বর কংগ্রেসের পক্ষ থেকে সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের জন্মদিন ও ইন্দিরা গান্ধির মৃত্যুদিন উপলক্ষ্যে তুফানগঞ্জ শহরের কমিউনিটি হলঘরের সামনে অবস্থান বিক্ষোভ করা হবে। সকাল ১০টা থেকে বিকাল ৪টা অবধি চলা ওই অবস্থান বিক্ষোভে উপস্থিত থাকবেন কংগ্রেসের জেলা সভাপতি কেশব রায়। জেলা সভাপতির উপস্থিতিতে গণস্বাক্ষর সংগ্রহ করা হবে। গণস্বাক্ষর সংগ্রহ করে ১৪ নভেম্বর তা রাষ্ট্রপতির কাছে দেওয়া হবে।'

হলদিবাড়ির কালীবাড়ি মোড় থেকে মানিকগঞ্জ রাস্তার একাংশ বেহাল

হলদিবাড়ি, ২৯ অক্টোবর : হলদিবাড়ি শহরের কালীবাড়ি মোড় থেকে জলপাইগুড়ি সদর ব্লকের মানিকগঞ্জগামী রাজ্য সড়কের একাংশ যাত্রীদের কাছে আতঙ্কের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে কালীবাড়ি মোড় সংলগ্ন এলাকায় রাস্তাটিতে বড় বড় গর্ত তৈরি হয়েছে। সীমান্তবর্তী দক্ষিণ বেরুবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকা সহ হলদিবাড়ি শহরে মাল পরিবহণের জন্য ট্রাক চলাচলের পাশাপাশি যাত্রী ও সীমান্ত রক্ষীবাহিনীর কাছেও এটি গুরুত্বপূর্ণ রাস্তা। অথচ রাস্তাটির এমন হাল নিয়ে পূর্ত দপ্তরের হেলদোল নেই। হলদিবাড়ি শহরের বাজার এলাকায় প্রবেশের মুখে কালীমন্দির সংলগ্ন এলাকায় সেতু নির্মাণের কাজ চলছে। সে কারণে সড়কটি দীর্ঘদিন বন্ধ রাখা হয়। ফলে হলদিবাড়ি বাজারে যাওয়ার জন্য ঘুরপথে এই সড়কটি ব্যবহার করা হয়। ফলে নিত্যযাত্রী সহ যানবাহনের আনাগোনা বৃদ্ধি পেয়েছে। কালীবাড়ি মোড় থেকে মানিকগঞ্জ যাওয়ার পথে সড়কটির একাংশের জমা জলের মধ্য দিয়ে যাতায়াত করতে হয় মানুষ সহ বিভিন্ন যানবাহনকে। ট্রাকচালক মহম্মদ সুজন, জয়দীপ সিং ও সুদীপ্ত রাজপুত জানান, পণ্যবোঝাই ট্রাক নিয়ে এই অংশ দিয়ে চলাচল কঠিন হয়ে পড়েছে। শীঘ্রই সড়কটি মেরামত করা না হলে যে কোনও সময়ে দুর্ঘটনা ঘটে যেতে পারে। স্থানীয় বাসিন্দা রানা সিং, দুষ্টু ঘোষ ও জ্যোতি কর্মকার জানান, কয়েক মাস আগে সড়কটি সংস্কার করা হয়। তবুও সড়কটির এই অংশটি বেহাল হয়ে পড়েছে। পিচের আস্তরণ উঠে গিয়ে বড় বড় গর্ত তৈরি হয়েছে। বিভিন্ন অংশ ফাটল ধরে বসে গিয়েছে। কালীবাড়ি মোড় সংলগ্ন এলাকায় জমা জলে পরিবেশ দূষিত হয়েছে। তা থেকে মশার বংশবৃদ্ধির আশঙ্কা করছেন তাঁরা। স্থানীয় আইনজীবী সিতাংশু মল্লিক বলেন, 'যাত্রীদের যাতায়াতের সুবিধার জন্য রাস্তাটি দ্রুত মেরামত করা উচিত।' দক্ষিণ বেরুবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান বিমল দাস বলেন, 'তিন দিক থেকে বাংলাদেশ পরিবেষ্টিত এই গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় যোগাযোগের একমাত্র মাধ্যম এই রাজ্য সড়কটি। সীমান্ত এলাকার নিরাপত্তা ব্যবস্থা সুনিশ্চিত করার জন্য এই সড়কটির ওপর নির্ভর করেন বিএসএফ জওয়ানরা। এছাড়াও এলাকার উন্নয়নের কাজের জন্য নির্মাণসামগ্রী পরিবহণের ক্ষেত্রেও এই সড়কটির ওপর নির্ভর করতে হয় ট্রাকচালকদের।' এই প্রসঙ্গে হলদিবাড়ি পূর্ত দপ্তরের এক আধিকারিক জানান, হলদিবাড়ি শহরগামী রাজ্য সড়কের মাঝে কালীবাড়ি মোড় সংলগ্ন এলাকায় সেতু নির্মাণের কাজ চলছে। সে কারণে সড়কটি বন্ধ থাকায় বিকল্প পথ হিসেবে ওই সড়কের ওপর চাপ বৃদ্ধি পেয়েছে। তাতেই সড়কটি বেহাল হয়ে পড়েছে। বর্তমানে ওই সেতুর কাজ প্রায় শেষ পর্যায়ে। সেতুর নির্মাণকাজ শেষ হলে সংশ্লিষ্ট ঠিকাদার বেহাল এই সড়কটি সংস্কার করে দেবেন।

হলদিবাড়ির কালীবাড়ি মোড় থেকে মানিকগঞ্জগামী রাজ্য সড়কে তৈরি হয়েছে বড় বড় গর্ত। ছবি : অমিতকুমার রায়

গোরুর চামড়া পাচারকারী সন্দেহে গণপিটুনি

আলিপুরদুয়ার, ২৯ অক্টোবর : গোরুর চামড়া পাচারকারী সন্দেহে তিন ব্যক্তিকে গণপিটুনি দিল জনতা। বৃহস্পতিবার আলিপুরদুয়ার থানার চাপরেরপার-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের পলাশতলি বাজার এলাকায় ঘটনাটি ঘটে। উত্তেজিত জনতার মারে তিনজন জখম হয়। খবর পেয়ে পুলিশ গিয়ে ওই তিনজনকে উদ্ধার করে। জখম তিনজনকে জেলা হাসপাতালে নিয়ে যায়। তাদের মধ্যে একজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক। যদিও এই ব্যাপারে থানায় কোনও অভিযোগ দায়ের হয়নি। ঘটনার পর এলাকায় শান্তি ফিরিয়ে আনতে পুলিশি টহলদারি চলছে। আলিপুরদুয়ার থানার আইসি অনিন্দ্য ভট্টাচার্য বলেন, 'খবর পেয়ে পুলিশ ওই এলাকায় যায়। জখম তিনজনকে উদ্ধার করে হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য নিয়ে যাওয়া হয়েছে। ওই ঘটনায় পাচারের কোনও লিখিত অভিযোগ আমাদের কাছে নেই।'

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, এদিন একটি ভুটভুটি করে গোরুর চামড়া নিয়ে যাচ্ছিল ওই তিন ব্যক্তি। প্লাস্টিকে করে ওই চামড়া মোড়ানো ছিল। পলাশতলি বাজার এলাকায় রাস্তার উপর বেশ কিছু চামড়া গাড়ি থেকে পড়ে যায়। স্থানীয় লোকজন বিষয়টি দেখেন। এরপর গোরুর চামড়া পাচারকারী সন্দেহে স্থানীয় লোকজন ওই ভুটভুটিটি আটক করেন। অভিযোগ উঠেছে, স্থানীয় লোকজন পাচারকারী সন্দেহে তিনজনকে গণপিটুনি দেয়। খবর পেয়ে আলিপুরদুয়ার থেকে পুলিশ ঘটনস্থলে যায়। পুলিশ ওই গাড়ির চালক সহ তিনজনকে উদ্ধার করে হাসপাতলে পাঠায়। স্থানীয় একটি সূত্রে জানা গিয়েছে, গাড়ির চালক যশোডাঙ্গা থেকে ওই গোরুর চামড়া বোঝাই করে নিয়ে কোচবিহারের চিলাখানার উদ্দেশ্যে যাচ্ছিল। কিন্তু রাস্তায় মাঝে পলাশতলি বাজার এলাকায় ওই চামড়া গাড়ি থেকে পড়ে যাওয়ায় সকলের নজরে আসে। স্থানীয় বাসিন্দাদের দাবি, ওই চামড়া পাচারের জন্য নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। তবে লিখিত কোনও অভিযোগ না থাকায় পুলিশ তাদের বিরুদ্ধে এখনই কোনও পদক্ষেপ করতে পারছে না বলে জানা গিয়েছে।

পুকুর থেকে জঞ্জাল সাফাই

আলিপুরদুয়ার, ২৯ অক্টোবর : বৃহস্পতিবার আলিপুরদুয়ার শহরের শোভাগঞ্জ পুকুর থেকে বিসর্জনের কাঠামো ও অন্যান্য সামগ্রী তড়িঘড়ি তুলে নিলেন পুরসভার কর্মীরা। উত্তরবঙ্গ সংবাদের খবরের জেরে বৃহস্পতিবার আলিপুরদুয়ার পুরসভার কর্মীরা দ্রুত জঞ্জাল অপসারণ করেন। দশমীর দিন থেকে শহরের জনবহুল এলাকার ওই পুকুরে বেশ কয়েকটি প্রতিমা বিসর্জন দেওয়া হয়েছিল। সেখানে পুলিশকর্মীদের উপস্থিতিতে বিসর্জন হয়েছে। অভিযোগ, দু'দিন কেটে গেলেও পুকুর থেকে প্রতিমার কাঠামোগুলি তুলে ফেলা হয়নি। বিষয়টি নিয়ে শহরের বাসিন্দারা ও পরিবেশকর্মীরা সরব হতেই প্রশাসন নড়েচড়ে বসে। বৃহস্পতিবার পুরসভার কর্মীরা কাঠামো তোলার কাজে হাত লাগান। দুপুরের মধ্যেই পুকুর থেকে কাঠামো তুলে নেওয়া হয়েছে।

দাম বেড়েছে সরার

আলিপুরদুয়ার, ২৯ অক্টোবর : চাহিদা থাকলেও আলিপুরদুয়ারের বাজারে লক্ষ্মীর সরা বা পটের জোগান কম। তার ওপর লকডাউনের জেরে পরিবহণ খরচও বেড়েছে। ফলে এবার লক্ষ্মীর সরার দাম কিছুটা বেড়েছে। তবে বুধবার থেকেই সরা কেনার জন্য ভিড় লক্ষ করা গিয়েছে। আলিপুরদুয়ারে মূলত নদিয়ার কৃষ্ণনগর ও চাকদা থেকে লক্ষ্মীর সরা আসে। আগে সড়ক ও রেলপথে বাক্সবন্দি করা এই সরা নিয়ে আসা হত। কিন্তু এবার ট্রেনের সংখ্যা কম হওয়ায় পরিবহণের ক্ষেত্রে সমস্যা দেখা দিয়েছে। চাহিদা মেটাতে কোচবিহারের মারুগঞ্জ থেকে সরা আমদানি করেছেন ব্যবসায়ীরা। দক্ষিণবঙ্গ থেকে আনা সরার আকার বড় এবং রং ভালো। এগুলি গড়ে ৭০-৭৫ টাকা দামে বিক্রি হয়। অন্যদিকে মারুগঞ্জের পটের দাম ৪০-৪৫ টাকা। এ প্রসঙ্গে দেবু সাহা নামে এক ব্যবসায়ী জানান, ঘরোয়া পুজোর জন্য লক্ষ্মীর পটের চাহিদা রয়েছে। তবে জোগান কমেছে। নদিয়ার চাকদা এলাকা থেকে বেশিরভাগ পট আনা হয়। লকডাউনের জন্য পরিবহণের খরচ কিছুটা বেড়েছে। আরেক ব্যবসায়ী স্বপন সরকার জানান, চাকদা, কৃষ্ণনগরের পট ও লক্ষ্মী মূর্তির চাহিদা যথেষ্ট। তবে লকডাউনের জন্য আগের তুলনায় খরচ বেড়েছে।

ধানের গোলা ভরে ওঠার কামনায় খেতি লক্ষ্মীর আরাধনা

রাজবংশী সমাজে খেতি লক্ষ্মীপুজোর জন্য ধানের শিষ সংগ্রহ করছে শিশুরা। – সংবাদচিত্র

সুভাষ বর্মন ● শালকুমারহাট

২৯ অক্টোবর : উত্তরবঙ্গে রাজবংশী ক্ষত্রিয় সমাজে লক্ষ্মীপুজো হয় একটু অন্যভাবে। কোজাগরি পূর্ণিমায় অথবা আশ্বিন মাসের সংক্রান্তিতে রাজবংশী ক্ষত্রিয় সমাজে যে লক্ষ্মীপুজো হয়, তা 'খেতি লক্ষ্মীপুজো' নামে পরিচিত। খেতি লক্ষ্মী হলেন শস্যের দেবী। জমিতে ভালো ফসলের কামনাতেই একসময় জাঁকজমক করে রাজবংশী জমিদারদের বাড়িতে 'খেতি লক্ষ্মীপুজো' হত। তবে এবার করোনা পরিস্থিতি ঘরোয়াভাবে আয়োজিত এই পুজোয় তেমন বাধা হয়ে দাঁড়াচ্ছে না। তাই রাজবংশী সম্প্রদায়ের কৃষকদের বাড়িতে ঘটা করে না হলেও সংস্কৃতিকে আগলে রেখে নিয়মনিষ্ঠা মেনে 'খেতি লক্ষ্মীপুজোর' প্রস্তুতি নেওয়া হচ্ছে।

পুজোর দিন ভোরবেলা থেকেই বাড়ির বধূরা ঘর, উঠোন পরিষ্কার করে গোবরজল ছিটিয়ে দেন। পুরুষরা কলাপাতা, দূর্বাঘাস, বেলপাতা, তুলসীপাতা ও ফুল সংগ্রহের কাজে করেন। বাড়ির বাইরে টিন, খড় বা পাটকাঠির একচালা মণ্ডপ তৈরি করা হয়। মণ্ডপের তিনদিকে বেড়া দেওয়া থাকলেও একদিক খোলা থাকে। এরপর বাড়ির সবাই স্নান করে খেতি লক্ষ্মীপুজোর বিভিন্ন সামগ্রী সাজানো শুরু করেন। এই পুজোয় কোনও প্রতিমা ব্যবহার করা হয় না। পুজোয় অধিকারী বা পুরোহিতদের ভূমিকাই প্রধান। লক্ষ্মীর পাশাপাশি শিব, দুর্গা, কালী, কৃষ্ণ ও বলরাম পূজিত হন। মণ্ডপ তৈরির পর সেখানে খেত থেকে গোড়া সহ একাধিক ধান গাছের থোপ এনে রাখা হয়। ধান গাছের এই থোপকে 'গয়' বলা হয়। গয়কেই দেবী হিসেবে পুজো করা হয়। পুজোর সময় কৃষকদের বাড়ির উন্নতি, ধানের গোলার পূর্ণতার জন্য দেবীর কাছে প্রার্থনা করা হয়। সন্ধ্যার আগে সবাই প্রসাদ গ্রহণ করে উপবাস ভঙ্গ করেন। এদিন সাধারণত নিরামিষ রান্না হয়ে থাকে। মহিলারা বাতাবিলেবুর পাতা কড়াইতে ভেজে ছাম গাইনে খইল দিয়ে গুঁড়ো করে নেন। এটিকে বলা হয় 'দল'। আবার কেউ একই সময়ে সলতে তৈরি করে তা সর্ষের তেলে ভিজিয়ে রাখেন। প্রসাদ খাওয়া শেষ হলে সবাই 'দল' ও সলতে গ্রহণ করেন। এরপর পুজোমণ্ডপে 'গয়' রোপণ করা হয়। অন্যদিকে 'দল'গুলি ধানখেতে ছিটিয়ে দেওয়া হয়। সন্ধ্যাবেলায় প্রতিটি ঘরের দরজার কাছে, বাস্তুঠাকুরের থানে এবং দেবতার স্থানগুলিতেও প্রদীপ জ্বালানো হয়। কেউ কেউ আবার এই রাতে আকাশপ্রদীপও জ্বালিয়ে দেন। এই ব্যতিক্রমী নিয়মেই রাজবংশী ক্ষত্রিয় সমাজে লক্ষ্মীর আরাধনা হয়।

ফসলের কামনায়

- ■ রাজবংশী ক্ষত্রিয় সমাজের লক্ষ্মীপুজো 'খেতি লক্ষ্মীপুজো' নামে পরিচিত
- ■ খেতি লক্ষ্মী হলেন শস্যের দেবী
- ■ এবার করোনা পরিস্থিতি ঘরোয়াভাবে এই পুজোয় বাধা হয়ে দাঁড়াচ্ছে না
- ■ কৃষকদের বাড়িতে সংস্কৃতিকে আগলে 'খেতি লক্ষ্মীপুজোর' প্রস্তুতি চলছে